যুগান্তর

তারি ... 24 MAY 2017
2 0 ... 6

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্বে ১৭ হাজার শিক্ষক

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকার ১৭ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'চলতি দায়িত্বে' প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে এসব পদে চলতি দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এ তথ্য জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৪ হাজার ৮২০টি। এর মধ্যে প্রায় ২১ হাজার প্রতিষ্ঠানে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

প্রধান শিক্ষকের চলতি দায়িত্বে ১৭ হাজার শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান শিক্ষক নেই। শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী মোট শূন্য পদের ৩৫ শতাংশ সরাসরি এবং ৬৫ শতাংশ পদোন্নতিতে পূরণ হওয়ার কথা। ৬৫ শতাংশ হিসেবে পদোন্নতিযোগ্য পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭ হাজারের কিছু বেশি।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী আমরা চলতি দায়িত্ব দিচ্ছি। পদোন্নতিযোগ্য উল্লিখিত পদে এসব শিক্ষকই পদায়ন পেতেন। প্রধান শিক্ষকের অভাবে যেহেতু স্কুলগুলো চলছে না, শিক্ষার মান বিঘ্নিত হচ্ছে এবং স্কুল ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে— তাই জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকদের চলতি দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। মামলাসহ নানা জটিলতায় এতদিন নিয়োগ দেয়া যাচ্ছিল না বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারাই প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির বিষয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন। মঙ্গলবার তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আতিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশারসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১২ জেলা থেকে পাওয়া শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতা তালিকা থেকে এখন পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে। অন্যান্য জেলা থেকে শিক্ষকদের গ্রেডেশনের তালিকা পেলে সেখানেও প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে সহকারী শিক্ষকদের চলতি দায়িত্বে দেয়া হবে। প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের বিপরীতে ঢাকা জেলার মধ্য দিয়েই শুরু করতে চাই। মন্ত্রীর এ ঘোষণার পর মঙ্গলবারই ৮৭ জনকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চলতি দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, ২০১৪ সালে প্রধান শিক্ষক পদটি তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এ পদে পিএসসির পদোন্নতি দেয়ার কথা। বিদ্যমান নিয়োগ বিধিতে প্রধান শিক্ষকের পদটি তৃতীয় শ্রেণী থাকায় নিয়োগবিধি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত পিএসসির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদানে জটিলতা সৃষ্টি হয়। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অধিকাংশ শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। যদিও ৩৩তম বিসিএসের মাধ্যমে ৯৯২ জন প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বলে জানা গেছে।